এই দেশে কী নেই

একটা ঘটনা না বললেই নয়। শুনতে হয়তো গল্পের মতই শুনাবে। আমি তখন এইচএসসি পরীক্ষার্থী। খুলনায় থাকতাম। একটি বিশেষ প্রয়োজনে আমি এবং আমার এক বন্ধু স্বপন জর□রী ভিত্তিতে ঢাকায় আসি। যে কাজে এসেছিলাম, সমাধান হতে দুদিন দেরী হবে জেনে স্বপনদের গ্রামের বাড়ী মেঘনা পাড়ে চলে গেলাম। তার বাবা-মা ভাইবোন সবাই তখন খুলনায়। তাই সে বাপ-দাদার বাড়ীতে না গিয়ে তার নানুর বাড়ী গেল। তার খালাতো বোন ছিল এসএসসি পরীক্ষার্থী। নানুর বাড়ী থেকে পরীক্ষা কেন্দ্র নিকটে বিধায় সে তখন ঐ বাড়ীতেই ছিল। শনিবার ছিল পরীক্ষার দ্বিতীয় দিন। ইংরেজী পরীক্ষা। এক কন্যার জননী সিনিয়র সুন্দরী বড় আপু হলেন পরীক্ষার্থী। আপুর একজন কলেজ পড়□য়া অসুন্দরী (আপু'র ভাষায়) ননদ ছিল। সে নাকি তার র□পে ঈর্ষান্বিত হয়ে বলেছিল "র□পের বড়াই কতদিন, গুনের বড়াই চিরদিন"। তাই আপু প্রতিশোধ হিসাবে পরীক্ষা দেওয়ার সিদ্ধান□ নিলেন।

সন্ধ্যার পর আলো আন্টিসহ বসে গল্প করছিলাম। কিন্তু কোন পড়াশুনার আওয়াজ শুনতে পাইনি। পড়ার র□মটা ছিল পাশেই। তাই স্বপনকে সাথে নিয়ে দরজায় টোকা মেরে র□মে প্রবেশ করলাম। দেখি, তিনি নকল তৈরীতে ব্যস□। দু'জন মেয়ে সহযোগিতা করছে।

পরদিন খুব সকালে সবাই কেন্দ্রে যাওয়ার জন্যে প্রস্তুত হলাম। তার সাথে তাহের মামাসহ আমরা মোট পাঁচজন সহচর জামাকাপড় পরে আপুর জন্যে অপেক্ষা করছিলাম। নন-ষ্টপ দু'ঘন্টা ধরে আপুকে প্রস্তুতি নিতে দেখলাম। তিনি তিনটি পেটিকোটসহ পকেটযুক্ত একাধিক পোশাক পরিধান করলেন। লেখাপড়া কতটুকু করেছেন জানিনা। কোন কিছু মুখস□ আছে কিনা তাও জানিনা। তবে নকলগুলো নিলেন শরীরের বিভিন্ন স্থানসহ চুলস□, তাবিজস□, খোপাস□, গলাস□, বাজুস□, পকেটস□, কোমরস□, সায়াস□, বোরখাস□, জুতাস□ - শুধু ছিলনা মুখস□, বই ছিল হাতস□। দেখে আশ্চর্য্য হয়ে গেলাম। ভেবে অবাক হই, কোথায় কোন্টা রেখেছে কি করে বুঝবে? এদিকে বিপদমুক্তির জন্য দোয়াও পড়ছেন।

সকাল দশটায় পরীক্ষা শুর□। আমরা রওনা হলাম সাতটায়। গ্রামের আঁকাবাকা মেঠো পথ ধরে নেমে গেলাম শুক্নো শক্ত ইটাময় শস্য-শ্যামল শিশিরে ভেজা ক্ষেতের আইল ধরে। বসন□র সকাল। আবহাওয়া সম্স্পূর্ন অনুকুলে। আমাদের মত শত শত ছেলেমেয়েরা দ্র□ত গতিতে হেঁটে যা□ছ।

আমরাও হাঁটছি। হাঁটছি তো হাঁটছি, কিন্তু পথের শেষ পেলাম না। মাটির চাকায় উষ্টা খেয়ে আমার পায়ের একটি নখ ফেটে গেল। লজ্জায় কাউকে বলতে পারিনি। আমাদের পিছনে যারা ছিল তারা অনেকদুর পেরিয়ে গেছে, জামা-কাপড়ের রঙ দেখেই অনুমান করলাম। তারপর একসময় পেয়েছি গুদারা ঘাট। ইঞ্জিন চালিত নৌকায় চড়ে প্রায় ঘন্টা খানিক লেগেছিল কেন্দ্রে পৌঁছাতে। সর্বমোট কত মাইল পথ অতিক্রম করেছি জানিনা, তবে দশ মাইলের কম হবে না।

নির্দিষ্ট সময়ে পরীক্ষা শুর□ হল। কেন্দ্র থেকে প্রায় দেড় দুই'শ গজ দুরে অভিবাবক তথা আগন□করা অবস্থান করছিল। চারদিকে সিকিউরিটি বেষ্টনী। পরীক্ষা শুর□ হওয়ার দশ মিনিট পরেই প্রশ্নপত্র বেরিয়ে এলো। নকল লেখার হিড়িক পড়ল। আমি কাউকে চিনি না। তাই আলো আন্টির কাছাকাছি থেকেই পরিস্থিতি অনুধাবন করার চেষ্টা করেছিলাম। এহেন কোন লোক ছিলনা যারা নকল লিখে পাচার না করছে। অল্প বয়সি পাতলা ধরনের কিছু ছেলে নকল নিয়ে দিয়ে আসে। পুলিশের ধাওয়া খেয়ে দোতলা থেকে লাফ দিয়ে আবার ফিরে আসে। দু'একটা লাঠির বাড়ি ওদের জন্যে মামুলী হামজ্বর। দেখে তেমনি মনে হল। এত নকলের পরেও তারা ফেল করে কিভাবে- নিজে নিজেই ভাবছিলাম।

এক পর্যায়ে আলো আন্টির কাছে তাদের পাসের হার জানতে চাইলাম। বললেন, গড়ে শতকরা সাত-আটজন। আমি বিশ্বাস করতে পারিনি। কিছুক্ষন পর নকল লেখকদের দিকে এগিয়ে গেলাম। যেন নকলের হাট বসেছে। কাউকে কিছু না বলে আগলে থেকে কয়েকটি নকল দেখলাম- সবই ভুল। সবার হাতে একই লেখা। অর্থাৎ একজনে যা লিখেছে সবাই তা কপি করে পাঠা□ছ। বুঝতে মোটেই অসুবিধা হয়নি। যারা কপি করেছে তারাও একইভাবে পাস করেছে। নিস্ফল সাধনারত পরীক্ষার্থীদের জন্যে মায়া হল। আমি এগিয়ে গেলাম। একটি সাদা কাগজ হাতে নিয়ে লেখা শুর□ করে দিলাম, যতটুকু পেরেছি। দেখলাম সকলেই যার যার হাতের কাগজ ফেলে দিয়ে নতুন করে আমার লেখা দেখে কপি করতে শুর□ করেছে। কেউ আমার পিঠের উপর কাগজ রেখে লিখছে, কেউ তার পিঠের উপর। এভাবে পিঠের পরে পিঠ, পুরো মাঠ জুড়ে বটগাছের মত ডালপালা ছড়িয়ে গেল। আমি ছিলাম কেন্দ্রবিন্দু। আড়াই ঘন্টা ধরে আমিই পরীক্ষা দিলাম। গরমে আমার সমস□ শরীর ঘেমে মাঠের দুব্‌লা মাটি ভিজে গেল। তখনো একের পর এক লিখতেই আছি। একসময় তাহের মামা লোকজন সরিয়ে আমাকে টেনে বের করলেন। নদীর কিনারে গাছের ছায়ায় নিয়ে বসিয়ে দিলেন। আলো আন্টি আমাকে বাতাস করতে লাগলেন। আমি তখন বুক ভরে স্বাস নিলাম। সামনের দিকে তাকিয়ে দেখলাম নদীর পানিতে সাদা শাপলার মত কাগজের টুকরোগুলো ভেসে যাচেছ এবং খই ফোটার মত বাতাসের সাথে উড়ে গিয়ে পড়ছে। নদীর জলে

বিদ্যা কিভাবে ভেসে যাচ্ছে সেই দৃশ্য একা একাই উপভোগ করলাম।

এখানেই শেষ নয়। বিকালে আবার ইংরেজী দ্বিতীয় পত্র পরীক্ষা। ঐ সময়ে তাহের মামা আমাকে পাশেই একটি বাড়ীতে নিয়ে একটি কামরায় একটুকরো কাগজ দিয়ে বসিয়ে দিলেন। লেখা শেষ করার পর তিনি আপুর কাছে পাঠিয়ে দিলেন। তারপর আমাকে বিশ্রাম নিতে বললেন এবং বাইরে বের হতে নিষেধ করলেন।

পরীক্ষা শেষ হওয়ার আধা ঘন্টা আগে আমি বেরিয়ে এলাম। মাঠে উপস্থিত অনেকেই তখন আমার পরিচয় জানতে চাইল। কিন্তু পরিচয়টা কীভাবে শুরু করি? একজনের প্রশ্নের জবাবে বললাম- আমি স্বপনের বন্ধু। সে বলল- স্বপন কে? স্বপনের পরিচয় দিতে গিয়েও দিলাম না। কারণ স্বপনের পরিচয় দিতে গেলে হয়ত আলো'র নাম আসবে। তখন যদি বলে আলো কে। আলোর পরিচয় টানতে গেলে দেখা গেল তার চৌদ্দগুষ্টির পরিচয় দিতে হল। পরিচয়টা সাধারনত সংক্ষিপ্ত হয়। ঐখানে পরিচয় দেওয়া মানে অনেক দুর থেকে ঘুরে আসা। অনেক প্যাঁচানো। সুইংগাম চুলে লাগানোর মতো অবস্থা হয়ে যাবে। কাজেই রিক্স না নিয়ে আলো আন্টিকে দেখিয়ে দিয়ে উনার পাশে গিয়ে দাঁড়ালাম। তিনিই ঐ দায়িত্বটা পালন করলেন।

শেষ ঘন্টা বাজল। সুদুর পথ পাড়ি দিয়ে আবার ফিরে গেলাম নানুর বাড়িতে। পথে অনেক পায়রা'র সঙ্গে দেখা হল, কথা হল। তাদের মাঝে একজন ছিল আন্টির বান্ধবী। বুঝতে পারলাম ওরা অনেক মিশুক। কিন্তু আমি বাক্‌বাকুম সুর তুলতে শিখিনি তখনো। তাই অতি সংকোচে ভদ্রতার খাতিরে তাদের সাথে কথা বলতে হয়েছে আমাকে। রাতে অনেকেই এসে আমাকে উইস করল এবং অনুরোধ করল সোমবার পর্যন্ত যেন থেকে যাই। কারন ঐদিন ছিল সাধারন গনিতের পরীক্ষা। কিন্তু আমি তাদের অনুরোধ রাখতে পারিনি।

সারাটা রাত পরীক্ষা কেন্দ্রের দৃশ্য আমার চোখের সামনে ভাসতে লাগল। এত বিপুল পরিমানে নকল বাংলাদেশের কোন অঞ্চলে বা পরীক্ষাকেন্দ্রে হতে পারে ভাবতেই পারিনি। প্রশাসন নিউট্রাল, কারন সবাই স্থানীয়। আলো আন্টি বললেন পুলিশের সাথে নাকি প্রায়ই ফাটাফাটি হয়। একটু ছক্কা-পাঞ্জা হলেই পুলিশকে রাস্তার পাশে ক্ষেতের আইলে পড়ে থাকতে দেখা যায়।

আমরা দেখেছি, তৎকালীন শিক্ষামন্ত্রী নকল প্রতিরোধে কঠোর ব্যবস্থা নিয়েছিলেন। কিন্তু টিকিয়ে রাখতে পারেননি। তাছাড়া যতই কঠিন আইন হোক না কেন তা বেশীর ভাগ শহরেই প্রয়োগ হতে দেখা যায়। মফস্বল পর্যন্ত পৌছায় না। সেই সেশনেই আমি ছিলাম এইচএসসি পরীক্ষার্থী।

দেখেছি আমাদের কেন্দ্রে আইনের কঠিন প্রয়োগ। কঠোর নিরাপত্তার মধ্যদিয়ে প্যান্ট খুলে আন্ডারওয়ার পর্যন্ত চেক করা হয়েছিল। ছোট্ট এক টুকরো সাদা কাগজ রাখার অপরাধে আমার এক সতীর্থকে বহিস্কার করেছিল। তার কান্না আজো আমার চোখের সামনে ভাসে। শুধু মনে হয়েছিল মুন্সিগঞ্জের সেই পরীক্ষা কেন্দ্রের অবয়ব। দুইয়ের মাঝে কত তফাৎ! অথচ একই সরকার, একই দেশ, একই মন্ত্রী, একই প্রশাসন, একই আইন কিন্তু প্রয়োগটা ভিন্ন। খুবই আপসোস হল।

মুন্সিগঞ্জের ঐ পরীক্ষাকেন্দ্রে নিজ হাতে নকল লিখে দেওয়ার ফলে আমার মাঝে একটা অপরাধবোধ জম্ম নিল। এখনও, পরীক্ষার কথা শুনলেই নকলের সেই বিভৎস অম্লান স্মৃতিটা আমার মানসপটে ভেসে উঠে। মনে হলেই অনুশোচনা হয়। সর্বদাই ভাবনা ছিল নকলমুক্ত বাংলাদেশ কি সম্ভব (?), যেখানে দেশের বিভিন্ন সেক্টরে হাজারো সমস্যা দিন দিন দ্রবণ হয়ে দেশের রন্ধ্রে রন্ধ্রে মিশে জটিল রোগে পরিনত হচেছ কিন্তু নিরাময়ের সুব্যবস্থা নেই। এমনিভাবেই হয়ত একদিন এই দেশ নকল, ভেজাল ও দুর্নীতির অতল গহ্বরে নিমজ্জিত হবে টাইটানিকের মতো কেউ টেরও পাবে না। ডুবন্ত জাহাজ তখন টেনে ধরার মতো কোন কৌশলও হয়ত খুঁজে পাওয়া যাবে না। কী উপায় হবে ?

দীর্ঘদিন পর, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে নকল প্রতিরোধে ২০০১-০৬ শাসনামলে তৎকালীন সরকারের শিক্ষা মন্ত্রনালয়ের জোরালো পদক্ষেপে দেখা গেছে যে, নকল প্রতিরোধের ফলে সে বছর পাশের হার ছিল অনেক কম। বহিস্কার হয়েছিল হাজার হাজার ছাত্রছাত্রীসহ নকলে সহায়তা প্রদানকারী অনেক শিক্ষক এবং বাতিল হয়েছে বেশ কয়েকটি পরীক্ষাকেন্দ্র।

সন্ত্রাস দমনে বিশেষ বাহিনী রেপিড এ্যাকশন ব্যাটেলিয়ন (র‌্যাব) গঠন করে সন্ত্রাসী কর্মকান্ড প্রতিরোধে সম্স্লৃক্ত করা হয়। সেখানেও দেখা গেছে সারাদেশে সন্ত্রাসীদের নেটওয়ার্ক কতখানি বিস্তৃত, তাদের দুর্ধর্ষ কর্মকান্ড ও দৌরাত্ম কতো ভয়ঙ্কর ! দেশটা যেন তাদের কাছে একটা মগের মুল্লুক।

সৌভাগ্যক্রমে পরবর্তীতে ভেজাল খাদ্যদ্রব্যের বিরুদ্ধে অভিযান হওয়ার ফলে দেখা গেছে যে, দেশে এমন কোন খাদ্যদ্রব্য নেই যা ভেজালমুক্ত। সেই কাহিনী কারো অজানা নয়। এমনকি প্রাণনাশক বিষেও ভেজাল। দুঃখজনক হলেও সত্য যে, প্রাকৃতিগতভাবে উৎপাদিত খাদ্যদ্রব্যও ভেজাল থেকে রেহাই পায়নি।

এহেন এক ক্রান্তিলগ্নে অনেক চড়াই উতরাই পেরিয়ে অবশেষে খোদার অশেষ রহমতে সেনাবাহিনীর সহযোগিতা নিয়ে তত্ত্বাবধায়ক সরকার ক্ষমতায় এলো ডুবন্ত জাহাজ টেনে তুলতে।

অনেকেই বলে পানি নাড়া দিলেই নাকি জেলেরা মাছের অবস্থান ও পরিমান বুঝতে পারে। আমরাও এখন দুর্নীতির বির□দ্ধে যুদ্ধরত বর্তমান তত্ত্বাবধায়ক সরকারের কর্মকান্ডের ফলে দেখতে পা□ছ দুর্নীতির ব্যাপ্তি ও গভীরতা কতটুকু। মাত্র কিছু সংখ্যক দুর্নীতিবাজ লোকের হাতেই দেশটা জিম্মি হয়ে আছে। তারা একাই নিয়ন্□ন করেছে পুরো দেশটাকে। অথচ কতো ভাল ও জনপ্রিয় লোক তারা। জনগন বুঝতেই পারে নাই যে, তারা মুখ দিয়ে ছাড়ে বুলি আর পিছন থেকে মারে গুলি। তাদের জন্যই দেশের এতো অধঃপতন। অবৈধভাবে উপার্জিত দেশের কোটি কোটি টাকা তাদের হাতে। অথচ ভিক্ষা করে, ঋন নিয়ে, অন্যের কাছে হাত পেতে দেশ পরিচালনা করে প্রমান করে যে, দেশটা গরীব। মুলত বাংলাদেশ কোনদিকেই গরীব নয়, বরং গরীব বানিয়ে রাখা হয়েছে।

এই দেশে কীসের অভাব আছে ? কী নেই ? একটি দেশের উন্নয়নের জন্য যা যা প্রয়োজন তার সবটুকুই রয়েছে। প্রকৃতির অনেক অবদান রয়েছে। খনিজ সম্পদ রয়েছে, জনশক্তি রয়েছে, ব্যাংক ভর্তি র‍্যামিটেন্স রয়েছে, প্রতিভা রয়েছে, টেকনোলজি রয়েছে। যার কোন সঠিক প্রয়োগ নেই, প্রচেষ্টা নেই, বাস্□বায়ন নেই, সততা নেই, নিরপেক্ষতা নেই, মুল্যায়ন নেই। আছে শুধু আত্মহননকারী পেশীশক্তি, স্বজনপ্রীতি, প্রতিহিংসা, স্বার্থপরতা, অপব্যাখ্যা ও অপপ্রয়োগ।

বর্তমান তত্ত্বাবধায়ক সরকারের দুর্নীতি বিরোধী তৃতীয় অভিযানে বিগত সরকারের তথা দেশের প্রধান রাজনৈতিক দলসমুহের শীর্ষস্থানীয় নেতৃবৃন্দ যারা গ্রেফতার হয়েছেন এবং ইন্টারোগেশন সেলে কিংবা গোয়েন্দা সংস্থার কাছে তারা যেসব তথ্য দি□ছন তাতে একজন সাধারণ নাগরিক হিসাবে ভেবে কুল পাই না যে, দেশটা এতদিন চলেছে কীভাবে !

***

আইয়ুব আহমেদ দুলাল
সৌদি আরব।
E-mail – **ayubalibd@hotmail.com**